শক্তি বাড়াচ্ছে সোয়াইন ফ্লু, শঙ্কা বাড়ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের

ঝিলম করঞ্জাই

চরিত্র পাল্টে সোয়াইন ফ্লু-র ভাইরাসের থাবা কি ক্রমেই চওড়া হচ্ছে?

এই উদ্বেগ আরও বেড়েছে মঙ্গলবারই রাজ্যে নতুন করে ১২ জনের শরীরে সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের অস্তিত্বের খোঁজ মেলায়। আরও উৎকণ্ঠার কথা, মে মাসের গরমে তাপমাত্রা বাড়লে যে আক্রান্তের সংখ্যাটা কমা উচিত ছিল, হয়েছে ঠিক তার উল্টোটা। শুধু তাই নয়, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আসলে আক্রান্তের সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বেশিও হতে পারে। কারণ, সারা রাজ্যে সোয়াইন ফ্লু পরীক্ষা করার হাতেগোনা সরকারি-বেসরকারি ল্যাবরেটরির সবক'টি কলকাতায় সীমাবদ্ধ থাকায় রাজ্যের অধিকাংশ সোয়াইন ফ্লু আক্রান্তদের চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। জটিলতার এখানেই শেষ নয়, দেখা যাচ্ছে গত বছর টিকা নেওয়া ব্যক্তিকেও সঙ্কটজনক অবস্থায় ভর্তি হতে হয়েছে। রীতিমতো চিন্তায় ট্রপিক্যাল রোগ বিশেষজ্ঞরাও। কপালে ভাঁজ পড়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের।

সোয়াইন ফ্লু-র সংক্রমণ ঘটায় এইচ১এন১ ভাইরাস। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ জ্যোতির্ময় পাল বলছেন, 'এর উপসর্গ সাধারণ সর্দিকাশি আর জ্বর। সমস্যাটা হয় আচমকা শ্বাসকষ্ট শুরু হলেই। তবে সাধারণত তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোয়াইন ফ্লু সংক্রমণের প্রকোপও কমতে থাকে।' চলতি বছরে হাসপাতালে ভর্তির পর থুথু পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে এইচ১এন১ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা আড়াইশো পেরিয়েছে। অধিকাংশ রোগীই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও, চার জন মারা গিয়েছেন। সরকারি ভাবে এখনও একটি মৃত্যুর ঘটনা স্বীকার করা হলেও, বাকি তিনজন মৃতেরও শরীরে ওই ভাইরাসের উপস্থিতি ছিল বলে বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

ট্রপিক্যাল মেডিসিন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরে দু'বছর আগের থেকে অন্য রকম আচরণ করছে এইচ১এন ১ ভাইরাস। তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়লেও, আক্রান্তের সংখ্যা কেন কমছে না, সেটাই বুঝতে চাইছেন ট্রপিক্যালের গবেষকরা। এই রোগে আক্রান্তদের সিংহভাগই এখন রয়েছেন কলকাতার দুই বেসরকারি হাসপাতালে। পূর্ব কলকাতার পঞ্চসায়রের একটি বেসরকারি হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগের প্রধান অজয় সরকার বলেন, 'সত্যিই চিন্তার বিষয়। ভাইরাসটার চরিত্র এ বছর পাল্টেছে বলেই মনে হচ্ছে। তাপমাত্রা বাড়লেও রোগীর সংখ্যা কমছে না। গত বছর সোয়াইন ফ্লু টিকা নেওয়া একজন ব্যক্তি সঙ্কটজনক অবস্থায় এখানে ভর্তি হয়েছেন। এ ছাড়া দু'জন ভেন্টিলেটরে রয়েছেন।'

তবে, ট্রপিক্যাল মেডিসিনের এক গবেষকের মতে, 'এ বছর ভাইরাসটা দু'বছর আগের মতো দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু এই সময় আক্রান্তের সংখ্যা নিয়মমতো কমা উচিত ছিল।' যদিও স্বাস্থ্য ভবনের দাবি, তারা কেউ হাত গুটিয়ে বসে নেই। ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে ১৮ সদস্যের বিশেষ র‍্যাপিড রেসপন্স টিম। তাতে রয়েছেন ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরাস বিশেষজ্ঞ, মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং মাইক্রোবায়োলজিস্ট। জেলায় জেলায় আলাদা র‍্যাপিড রেসপন্স টিমও গঠন করা হয়েছে। যে সমস্ত অঞ্চল থেকে বেশি সংখ্যায় রোগী আসছে, সেখানে পরিদর্শনে যাবে টিমগুলো। আজ বুধবার স্বাস্থ্য ভবনে টিমের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক বসছেন স্বাস্থ্য কর্তারা। এই জটিল পরিস্থিতিতে পরবর্তী পদক্ষেপের রূপরেখা স্থির করতেই ওই বৈঠক।

হানাদার সোয়াইন ফ্লু

সোয়াইন ফ্লু খুঁজতে ফ্লু নমুনা পরীক্ষা	কত সোয়াইন ফ্লু নমুনা পজিটিভ
৮৫৪	২৪৩

সবচেয়ে বেশি রোগী কোন জেলায়

কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা